সংবাদ

তারিখ 04 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যশোরের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সততার চর্চায় সততা স্টোর

যোবায়ের মুরাদ, স্কুশার থেকে ফিরে

কোমলমতি ছোট্ট শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা চর্চার উদ্দেশ্যে যশোর জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চালু হয়েছে সততা স্টোর। এটাকে শিশুদের সততার ব্যবহারিক শ্রেণীকক্ষও বলা যেতে পারে। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে বিদ্যালয়ে। তাই একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকে ব্যবহারিক জীবনে সততা শিক্ষা দেয়াই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এসব বিপণিতে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা মেনে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় যেকোন পণ্য কিনতে পারবে। যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে যশোর জেলার সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ মাসেই যাত্রা শুরু হয়েছে এই ব্যতিক্রমধর্মী স্টোরের।

এসব দোকানের তাকে সাজানো আছে খাতা, কলম, পেনসিল, জ্যামিতি বক্স, রাবার, বিস্কুট, চানাচুর, চকলেটসহ বিভিন্ন রকমের শিক্ষা সামগ্রী। দোকানে পণ্য রয়েছে থরে থরে। কিন্তু কোন মালিক নেই, বিক্রয়কর্মী নেই, এমনকি নজরদারির জন্য নেই কোন সিসি ক্যামেরা। পণ্যের গায়ে দাম লেখা আছে। শিক্ষার্থীরা সেই দাম দেখে পণ্য নিয়ে সমপরিমাণ টাকা নির্ধারিত বাক্সে রেখে দেবেন নিজ দায়িত্বে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর 'সততা স্টোর' থেকে এভাবেই পণ্য ক্রয় করতে হয়। এভাবে কোন দরদাম ছাড়াই শিক্ষার্থীরা কেনাকাটা করতে পারবে 'সততা স্টোর' থেকে।

কেশবপুর উপজেলার পাথরঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দ্বীন মোহাম্মদ বলেন, 'সততা স্টোর' এই কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব ভালো সাড়া জাগিয়েছে। ভবিষ্যতে সৎ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে এই অভিজ্ঞতা কাজে আসবে তাদের। আর এই সততার ভিত গড়ে ওঠে প্রাথমিক স্তরেই। ছাত্রজীবন থেকে যথাযথভাবে সততা চর্চা হলে কোন শিক্ষার্থী কর্মজীবনে কোন প্রকার অনিয়ম কিংবা দুর্নীতিতে জড়াতে পারবে না।

মনিরামপুর উপজেলার চিনাটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হোসনে আরা খাতুন বলেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতা চর্চার উদ্দেশ্যেই সততা স্টোর খোলা হয়েছে। এটিকে সততার সূতিকাঘরও বলা যেতে পারে। কারণ শিশুবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে সততার চর্চা গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ-সৎ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

সততা স্টোরের নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে বলেন, নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা মেনে ওই বিপণি থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় যেকোন পণ্য কিনতে পারবে। দোকানের তাকে তাকে সাজানো আছে কলম, পেনসিল, খাতা, রাবারসহ বিভিন্ন রকমের শিক্ষা সামগ্রী। দোকানের একটি পণ্য অতিরিক্ত নিলে বা টাকা না দিলে দেখার কেউ নেই। তবু সবাই সততার পরীক্ষায় পাস করতে পারে কিনা, তাই দেখার পালা। প্রতিদিন স্কুল চলার সময় পর্যন্ত ওই দোকানটি খোলা থাকে। কেবল স্কুলের শিক্ষার্থী-শিক্ষকরাই এ দোকান থেকে ক্রয় করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা ক্রয় করার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের পাশাপাশি ক্যাপ্টেনের সহযোগিতা নিতে পারবে।

যশোরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও) তাপস অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা ও ন্যায়-নীতির অনুশীলনের সুযোগ করে দিতেই এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ওই দোকান থেকে শিক্ষার্থীরা সহজে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবে, তেমনি রাখতে পারবে সততার স্বাক্ষর। এর মাধ্যমে সুযোগ হবে শিক্ষার্থীদের সততা অনুশীলনের। আমাদের আশা আগামী প্রজন্ম সৎ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে সততা স্টোরের শিক্ষা কাজে আসবে।

বিদ্যালয়গুলোতে এসব স্টোরের কার্যক্রম কিভাবে শুরু হচ্ছে এর জবাবে তিনি বলেন, যশোর শিক্ষা অফিস এবং স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে যশোরের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টোর খোলা হয়েছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি, বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তায় সততা স্টোরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরপরও যদি আর্থিক সমস্যা হয় তবে প্রত্যেক স্কুলে একটা ফান্ড আছে সেখান থেকে শিক্ষকরা অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।